দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 26 JAN 2008
পৃষ্ঠা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার অভিযান॥ ১৩ শূন্যপদে ভারপ্রাপ্তরা

নিয়োগ পদোন্নতি নিয়ে নানা প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান টিটু, গাজীপুর থেকে ॥ সংস্কার শুরু হয়েছে গাজীপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইতোমধ্যে ভারপ্রাপ্ত ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল করেছেন। কিন্তু সংস্কারের নামে শীর্ষপদসমূহে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তদের যোগ্যতা, নিয়োগ, পদোন্নতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়াও নানা ঘটনায় ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু কর্মকর্তাকে অপসারণ, সাসপেন্ড ও চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ফলে ভিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ১৩টি পদ শূন্য হয়েছে। অতিরিক্ত দায়িত্ব ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে এসব শূন্যপদের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্ত পরীক্ষা শাখার অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব থেকে না সরিয়ে নতুন দায়িত্ব দেয়ায় ক্যাম্পাসে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। ভারপ্রাপ্তদের ভারে ভারাক্রান্ত প্রতিষ্ঠানটিতে শীঘ্রই আরও বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এই নিয়ে বদলি আতঙ্কে কাজকর্মে স্থবিরতা চলছে। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক প্রতিষ্ঠান স্থবিরতার কারণে হয়রানির শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সংস্কার অভিযানে একাংশের মাঝে উৎসাহ দেখা দিলেও ক্যাম্পাসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার অভিযান শুরু হয়। ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদকে অপসারণ

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পাতার পর)

করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় সংস্কার কাজ। এ পদে প্রোভিসি প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি একই সঙ্গে প্রোভিসি-১ ও ট্রেজারার পদেও ভারপ্রাপ্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন ঘটনায় এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের মোট ১৩টি পদ শূন্য হয়েছে। ভিসি, প্রোভিসি-১, ট্রেজারার ছাড়াও বাকি শূন্য পদগুলো হচ্ছে রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতরের পরিচালক, তথ্য পরামর্শ ও নির্দেশনা ইউনিটের পরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ডিন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুলের ডিন, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্রের ডিন ও শারীরিক শিক্ষা দফতরের পরিচালক।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, অনার্স পার্ট-২ শাখার ব্যবসায়িক গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গত ২ জানুয়ারি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মডারেশন শাখার কর্মকর্তাদেরও গণবদলি করা হয়। এদিকে মো ______ তার বিরুদ্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১তম সিন্ডিকেট সভায় অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি ১৯৮৫ এর ৪ ও ৬ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী কঠোরভাবে তার বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন এবং তার কৃতকর্মের জন্য তাকে তিরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও ভবিষ্যতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে এ ধরনের কোন কার্যসম্পাদন করলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী অধ্যাপকবৃন্দের মধ্য থেকে ডিন নিয়োগের কথা থাকলেও ভারপ্রাপ্ত ভিসি ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান নিয়ম বহির্ভূতভাবে ডিন সহযোগী অধ্যাপককে ডিন পদে দায়িত্ব দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে শিক্ষাবিষয়ক স্কুলের ডিন প্রফেসর আবদুল হামিদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে এ পদটি শূন্য ছিল। অপর দুটি স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র এবং কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র শাখার ডিনের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর শেখ মোহাম্মদ। গত চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি ভিসি নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত তিন ডিনকে নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরী সভাও করেন। ১৯৯২ সালের ৩৭নং আইন অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনের যোগ্যতা সম্পর্কে ৮৬৬১ পৃষ্ঠায় ২৭ এর (৩) ধারায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : "ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্য থেকে একাডেমিক কৃতিত্ব ও শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তিনি পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হতে পারবেন তবে একই সঙ্গে অন্য কোন প্রশাসনিক পদ গ্রহণ বা দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।"

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় ৯০টির মতো পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। কোন ধরনের সমস্যা ছাড়াই সকল পরীক্ষা অদ্যাবধি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। কিন্তু শুধুমাত্র অনার্স পার্ট-২ শাখার প্রশ্ন বার বার ফাঁস হলেও এদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমনকি গঠিত তদন্ত কমিটির আজও তাদের (অনার্স পার্ট-২ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী) যথাস্থানে রেখে সুষ্ঠু হবে কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের স্বার্থে উদ্ভূত পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য অতীতের সমস্ত রেকর্ড পত্র দেখেই দায়িত্ব প্রদান, বদলি ও রদবদল করে এ্যাক্ট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করলে সমাধান হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।